11th KOLKATA FILM FESTIVAL
November 10 - 17, 2005 Kolkata

একাদশতম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০০৫

দহনযুগের রূপসাগরে

অর্ণব দত্ত

****

কলকাতার নির্জন ময়দানের এভিনিউতে হেমন্তের শিপংশক পাতা ঝরাতে ব্যস্ত। পায়ে পায়ে ঘাস কেটে কেটে হাত ধরাধরি করে যুবকযুবতীরা হেঁটে চলেছে, কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই। একটা ঘোড়ার গাড়ি বৃদ্ধ দম্পতিকে নিয়ে এগিয়ে গেল কয়েকধাপ। পাশের কয়েকটি ঘোড়া ঘাস খেয়েই চলেছে এক মনে। দৃশ্যটা অনেকটা টমাস হার্ডির 'ইন দ্য টাইম অব দ্য ব্রেকিং অব দ্য নেশনস'-এর মত। এই দহনকালের এক শান্ত কোনে রূপসাগরে ঢেউ উঠেছে। ঢেউ আছড়ে পড়ল, হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ঝলসে গেল চোখ।

এক বছর পর ঘুরে এল পৃথিবী কলকাতার টানে।

শুরু হল একাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব।

আরেক উৎসব। আজকাল উৎসব বলতে প্রাণটা নেচে ওঠে। ধর্মের ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ মন্ত্রপাঠ নয়, উৎসব এখন সর্ব্বজনীন ও সার্ব্বজনীন। উৎসব এখল মিলনমেলার আরেক নাম। এই যদি হয় ধর্মীয় উৎসবের চরিত্র তবে তো ধর্মের থেকে শতহাত দূরে থাকা সাংস্কৃতিক-সামাজিক উৎসবগুলির তো কথাই নেই।

উৎসবের রূপরেখা জানাতে গত ২রা নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এসেছিলেন নন্দন-৪-এ এক সংবাদিক সম্মেলনে। রাজ্যচালনার গুরুদায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকেই এই মহোৎসবের রূপরেখা তৈরী করে ফেলেছেন তিনি। এমনকি তৈরী করেছেন নিমন্ত্রনপত্রের

নকশাও। চিত্রোৎসবের চেয়ারম্যান সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অধিকর্তা অংশু সুরকে পাশে বসিয়ে ঘোষণা করেছিলেন ১০ই নভেম্বর শুরু হবে উৎসব।

দ্য কোরাস

এবারের উদ্বোধনী ছবি ফরাসি চলচ্চিত্রকার ক্রিস্টোফার বারাতিয়েরের মিউজিক্যাল 'দ্য কোরাস' দিয়ে। কেন 'দ্য কোরাস'? অংশুবাবু জানালেন, 'ঠিক সেভাবে ব্যাখ্যা করা কঠিন, তবে এর নির্মান যেমন ভালো, তেমনি ইতিহাস সচেতন ছবি। Paris Resistance movement-কে প্রচ্ছন্ন পটভূমিতে রেখে একটি Child home-এর গল্প যেখানে শিশুদের উপর সবকিছু চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। অত্যাচার চলছে সুকৌশলে। অথচ তার মধ্যেই নতুন প্রাণের সঞ্চার হচ্ছে। সঙ্গীতের এখানে বিশেষ ভূমিকা আছে। সব মিলিয়ে তাই বাছা হয়েছে।'

বারাতিয়ের নিজে সঙ্গীত শিক্ষার পাঠ নিয়েছেন ইকোলে নর্মালে দি মুসিক দি প্যারীতে। ১৯৯১-তে প্রযোজক জ্যাক পেরিনের অনুরোধে তাঁর ছবির জগতে আসা। তাঁর ছবির মূল উপজীব্যই হল শৈশব ও সংগীত।

ছবিতে আমরা দেখি, সঙ্গীত পরিচালক পিয়ের মরহানিয়ে মায়ের শেষকৃত্যে যোগ দিতে ফ্রান্সে এসে সহপাঠীর জানতে পারলেন তাঁদের স্কুলের সঙ্গীত শিক্ষক কিছুদিন হল মারা গেছেন। তাঁর ডায়েরির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে পিয়ের ফিরে গেলেন ১৯৪৯-এ তাঁর স্কুলে। একদিকে প্রধান শিক্ষকের বেত আর অন্যদিকে সঙ্গীত শিক্ষক সঙ্গীতের মুর্চ্ছনা- এই দুইয়ে ভাসমান শৈশবের বিচরণে ২০০৪ সালের এই ৯৬ মিনিটের ছবি। তৈরী হয়েছে ফ্রেঞ্চ-সুইস-জার্মানির সমন্বয়ে।

উদ্বোধনে উপস্থিত থাকলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জয়পাল রেড্ডী ও রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গাঁধী। থাকলেন মৃণাল সেনও।

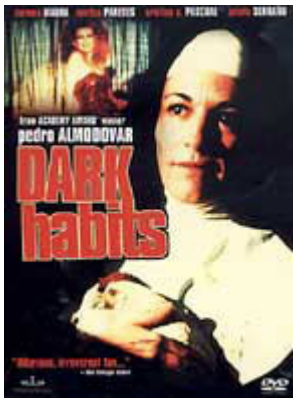

Dark Habits

এবারের রেট্রোস্পেকটিভে আছে স্পেনে আশির দশকে ঝড় তোলা পেড্রো আলমাডোভারের ১১টি ছবি। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য Dark Habits, The Law of Desire, High Hills, Talk to Her ইত্যাদি। তিনবছরের চেষ্টার পর এবারের

The Law of Desire

উৎসবে তাঁর ছবি দেখব আমরা। মানুষের সম্পর্কগুলোকে এক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে একসাথে ব্লক অফিস ও বিদগ্ধ দর্শকের মন, দুইই জয়ে সক্ষম আলমাডোভার রাজি হয়েছিলেন সশরীরে উৎসবে আসতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্যুটিংয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তিনি আসতে পারলেন না। তবে তাঁর ভাই ও প্রযোজক অগাস্টিন এসেছেন উৎসবে।

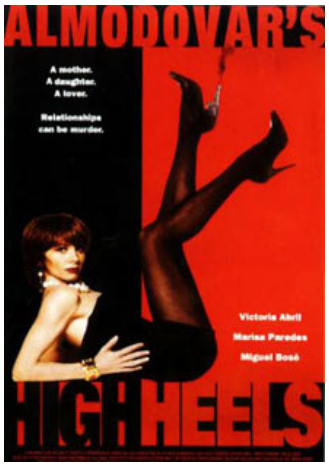

High Hills

হোমেজ বিভাগে থাকবে পোলিশ নির্দেশক কিসলওস্কি'র ১০টি ছবি। ছবির নামগুলি বেশ দীর্ঘ - Thou Shall Have No Other God But Me, Thou Shall Not

কিসলওস্কি

Take the Lord's Name in Vain, Thou Shall Honour Thy Father and Mother ইত্যাদি। এগুলিই Decalogue ১, ২, ৩ ইত্যাদি নামে পরিচিত।

ডেকালগ বা টেন কম্যান্ডসমেন্ট ইহুদীয় ও খ্রীষ্টীয় ধর্মীয় ও নৈতিক নির্দেশমালা। স্বয়ং 'ঈশ্বরের' কাছ থেকে প্রাপ্ত মোজেসের নির্দেশনামা। প্রাচীন এইসব নীতি-নির্দেশ বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে কি অবস্থায় আছে তা পরীক্ষা করতেই 'ডেকালগ'। এই ছবিতে প্রেম, ব্যভিচার, হত্যা, শ্রদ্ধা, চৌর্যবৃত্তি মিথ্যাচার, ঈশ্বরের সর্বময়তা ইত্যাকার নির্দেশাবলীর শূন্যগর্ভতার প্রতি প্রকাশিত হয়েছে গভীর শ্লেষ। আর বিশ্ব-চলচ্চিত্রের এই স্বর্ণখনির সাক্ষী হতে চলেছে এবার কলকাতাবাসী।

কিসলওস্কি'র একটি ছবির দৃশ্য

ফ্যাসিজমের পতনের ৬০ বছরে স্পেশাল ট্রিবিউটে রাখা হয়েছে Balad of a Soldier, Farewell to Maria, Those Not Die এর মতো ৬টি ফ্যাসিজম বিরোধী ছবি।

একাদশ চলচিত্রের ফোকাস অন্ধকারের অপবাদ ঘোচানো আফ্রিকা। তাদের ১০টি আলোকিত করবে আমাদের। সেনসেটরি ট্রিবিউটে আছে রুশ পরিচালক গ্রিগেরি কোজিন্‌সেভের 'কিং লিয়ার'। এশিয়ান গ্লিমপ্স বিভাগে ৬টি শ্রীলঙ্কীয় ছবির পাশে থাকছে ইরানের ৫টি ছবি। তার মধ্যে আছে ইরানের নির্বাসিত পরিচালক তহ্‌মিনেহ্‌ মিলানির The Fifth Reaction ও The Hidden Half। তবে এশিয়ান বিভাগকে যতটা তাৎপর্যপূর্ণ করার কথা ভাবা হয়েছিল ততটা করা যায়নি, জানালেন খোদ অংশুবাবুই। নেদার ল্যান্ডের পরিচালক জো স্টেলিংকে দেওয়া হয়েছে এবারের বিশেষ পরিচালকের মর্যাদা। থাকছে তাঁর The Gallary, No Trains No Planes, The Pointsman ইত্যাদি। এছাড়াও স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে দেখানো হবে হাঙ্গেরি, ইতালি ও বাংলাদেশের যথাক্রমে ৪, ৩ ও ৪টি ছবি।

ঋত্বিক ঘটকের আশিতম জন্মদিনে থাকছে তাঁর যুক্তি তক্কো আর গপ্পো। ক্ষয়ে যাওয়া সময়ের প্রেক্ষাপটে নন্দনের ঠান্ডা ঘরে বসে আরেকবার নীলকণ্ঠ বাগচীর গলায় শুনবো 'ভাবো, ভাবো, ভাবা প্র্যাকটিশ করো'!!!গায়ে কাঁটা দেবে।

গতবার দুর্ব্বল ছিল শিশুবিভাগটি। এবার তাই বাছাই করে আনা হয়েছে বিশেষ ৭টি ছবি।

মনি রত্নম

আমাদের দেশের নিজস্ব ৭টি অনবদ্য ছবিও থাকছে। এগুলি হল অনুপ কুরীনের মানসরোভর, জহর কানুনগো'র Reaching Silence, মনি রত্নমের আইথা এজুথু, জয়রাজের In the Name of God, পরিচালক মন্ডলীর A Fistful of Films, ত্রিদিব পোদ্দারের In the City, পি শেষাদ্রির The Root।

ছবি দেখানো ছাড়াও নন্দন চত্বরে আছে ফিল্ম মার্কেট। সেখানে ফেস টু ফেসের ব্যবস্থাও আছে। বাংলা একাডেমিতে নেওয়া হচ্ছে একাডেমিক সেসন। এছাড়া ইন্টার‍্যাকটিভ সেসন আছে একাডেমির জীবনানন্দ সভাঘরে। সাইড বারে দেখানো হচ্ছে বাংলা টেলিফিল্ম। প্রকাশিত হয় ফিল্ম পত্রিকাও। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বি.এফ.জে.এ বুলেটিন বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রকাশিত পত্রিকা Unical।

সিনেমা ইন্টারন্যাশনাল প্রসঙ্গে অংশুবাবু জানালেন, 'সেখানে বেশির ভাগ, প্রয় সত্তর শতাংশ ছবি মস্তিষ্ক-প্রধান, গভীর চিন্তামূলক- অনেকে খুশি নাও হতে পারেন। কাহিনির প্রাধান্য সরাসরি গল্প বলা কিন্তু নেই। অথচ শক্তিশালী সৃষ্টি সেসব - বলা যেতে পারে পরীক্ষামূলকভাবে এবার দর্শকদের সামনে পেশ করা হল।...' এককথায় এই যে ব্যতিক্রমের ছোঁয়া সংস্কৃতির সর্ব্বত্র, এই আমাদের কলকাতার অলঙ্কার, আমাদের অহঙ্কার।

আজ দহনযুগের রূপসাগরে ডুব দেবার আগে তাঁদের জানাই প্রণাম।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ
১। শ্রী অসীমকুমার দত্ত
২। বি.এফ.জে.এ বুলেটিন
৩। উৎসব কতৃপক্ষ
৪। উৎসব মুখপত্র

ছবি ঃ ইন্টারনেট

© Arnab Dutta
Sahitya Yahoo Groups
http://groups.yahoo.com/group/sahitya/